৩১.একটি নীল বোতাম ও কিছু নীল কষ্ট

সেদিন দুরের যাত্রা ভেবে মিনাক্ষী আমার পথ চলার সাইড ব্যাগে
উপহার হিসেবে তুলে দিয়েছিল শরৎবাবুর ‘দেবদাস”কে,
সেদিন ভাবতেই পারিনি এ দেবদাস-পারু
আমার সৈনিক জীবনের সাথে অনেকাংশে মিলে যাবে।
দেশে সেদিন অচল অবস্তা ক্রমশ ঘনিয়ে আসছিল
অনেকটা নিরুপায় হয়ে সেদিন বাবার আদেশে আমি সুদূর
বেনাপুলের ওপাড়ে যামিনী জেঠুর বাসার উদ্দেশ্যে
শশব্যাস্ত অবস্তায় পাড়ি জমিয়েছিলাম।
পথিমধ্যে দূর যাত্রার ক্লান্তি দূর করতে ‘দেবদাসে’ এ
চোখ দিতে গিয়ে পেয়েছিলাম বইটির সাক্ষী সুঁতায় বাঁধা
এ নীল বোতামটি।
তখন মনে পড়েছিল মিনাক্ষী সংঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের সময়
মিনুর পরনের ফ্রগটিতে যে তিনটি বোতাম ছিল
এটি তারই একটি নীল বোতাম।
সেদিন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চের
বজ্রকন্ঠের ভাষনে গোটা জাতি ছিল উজ্জবিত;
সর্বত্র একটা থমথমে ভাব বিরাজিত
সবাই যেন যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত।
বেনাপোল থেকে ফিরে এসে দেখিছিলাম আমাদের বাড়ির সবাই
ভারতের গাঙ্গিনাচড়া স্বরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে চলে গিয়েছিল,
মিনাক্ষীরা ও চলে গিয়েছিল।
আমিও পরদিন কমান্ডার মালেক শিকদারের অধীনে

মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং এ যোগদান করেছিলাম,

প্রতিদিন যুদ্ধে যাবার সময় বারবার মিনাক্ষীর কথা মনে পড়তো;

এ নীল বোতামটি আমায় সৈনিক জীবনের প্রেরণা দিয়েছিল।

এ যেন সাক্ষী সুতায় বাঁধা আমার ও মিনাক্ষীর ভালোবাসার সাক্ষী।